যায়যায়দিন

পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

৩৮ শিক্ষক সংগঠনের দাবি

শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা প্রতারণামূলক

যাযাদি রিপোর্ট

বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের ১০০ ভাগ বেতন সরকারি তহবিল থেকে দেয়ার ঘোষণার সঙ্গে শর্ত জুড়ে দেয়ায় আন্দোলনরত ৪০টি শিক্ষক সংগঠনের মধ্যে ৩৮টিই এখন প্রকাশ্যে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যকে প্রতারণামূলক বলে চিহ্নিত করছে। কোনো কোনো সংগঠন শর্ত প্রত্যাহারের জন্য আলটিমেটামও দিয়েছে। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ গতকাল রাজধানীতে মহাসমাবেশ করেছে। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি এমএ আউয়াল সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে জাতীয় শহীদ মিনারের এ মহাসমাবেশ থেকে শিক্ষক নেতারা ১৫ আগস্টের মধ্যে ১০০ ভাগ বেতনের শর্ত

পৃ: ১৫ ক: ১

শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন। এমএ আউয়াল সিদ্দিকী বলেন, সরকারি বন্ডের মাধ্যমে শতকার ৫ ও নগদে ৫ ভাগ বেতন দেয়ার ঘোষণা এবং সেই সঙ্গে টিউশন ফি সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার শর্ত শিক্ষক সমাজ মেনে নেবে না।

সমাবেশ থেকে স্কুল-কলেজে কালো পতাকা উত্তোলন, অভিভাবক ও পরিচালনা পরিষদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং আগামী সোমবার ইউএনও ও বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। মহাসমাবেশে শিক্ষামন্ত্রীর একটি কুশপুত্তল পোড়ানো হয়।

অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার নেতৃত্বাধীন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে গতকাল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সরকার কোনো অবস্থাতেই শিক্ষকদের হাত থেকে টিউশন ফি নিতে পারবে না। গতকাল জোটের অফিসে অনুষ্ঠিত এক সভা থেকে বলা হয়, বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণ এখন সময়ের দাবি। তাই শিক্ষকদের হাত থেকে টিউশন ফি নিতে হলে চাকরি জাতীয়করণ করতে হবে।

সরকার সমর্থক অপর সংগঠন প্রফেসর এম শরিফুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণাকে অনাকাঙ্ক্ষিত বলে চিহ্নিত করে যায়যায়দিনকে বলেন, সরকার ১০০ ভাগ বেতন দেয়ার ঘোষণার সঙ্গে টিউশন ফি সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার যে শর্ত

জুড়ে দিয়েছে তার মাধ্যমে শিক্ষকদে
জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলন কর
দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ গতকাল এ
প্রেস কনফারেন্স থেকে বলেছে, শিক্ষামন্ত্রী
কথা তারা বিশ্বাস করেন না। আগামী এ
সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রীর শর্তযুক্ত ঘোষ
প্রত্যাহার না করা হলে আগামী সপ্তাহ থে
আবার ধর্মঘটে যাবে পরিষদ। প্রে
কনফারেন্স থেকে নতুন আন্দোলন কর্মসূ
ঘোষণা করা হয়েছে। কর্মসূচির ম
রয়েছে, ১২ থেকে ১৬ আগস্ট পরিচাল
পর্ষদের সঙ্গে মতবিনিময়, ১৭ আগস্ট স
উপজেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ, ৩১ আগস্ট
৭ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে উপজেলা সদ
অবস্থান, ইউএনওদের ও জেলা প্রশাসকে
কাছে স্মারকলিপি প্রদান এবং ১৪ সেপ্টে
ঢাকায় প্রতিনিধি সমাবেশের মাধ্যমে পরব
কর্মসূচি ঘোষণা।

শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট নেতারা গতকাল এ
বিবৃতিতে বলেন, শতভাগ বেতন প্রদ
সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য চলম
আন্দোলনের আগুনে নতুন করে ঘৃতাহ
দিয়েছে। নেতারা আজ বৃহস্পতিবার বিক
৫টার মধ্যে বিনাশর্তে মন্ত্রীর বক্তব্য প্রত্যাহ
করে শতভাগ বেতন প্রদানের সরক
প্রজ্ঞাপন জারির দাবি জানান।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নেত
বলেছেন, দেশবাসী শিক্ষকদের দাবির স
যেখানে একমত হয়ে কাজ করছে, সেখা
শিক্ষামন্ত্রীর প্রহসনমূলক প্রতারণার ঘোষ
কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না।